# Development Project Proposal

# (DPP)

# OF

# A step towards Establishment of Bangomata National Institute of Cellular & Molecular Biological Research Center

# (বঙ্গমাতা জাতীয় সেলুলার ও মলিকুলার রিসার্চ প্রতিষ্ঠান স্থাপন)

## বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (BMRC)
## স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

অংশ- ক

প্রকল্পের সার সংক্ষেপ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১.০ | প্রকল্পের শিরোনাম | : | **বঙ্গমাতা জাতীয় সেলুলার ও মলিকুলার রিসার্চ প্রতিষ্ঠান স্থাপন** |
| ২.১ | উদ্যোগী মন্ত্রনালয় | : | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ২.২ | বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান | : | বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ |
| ২.৩ | পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ | | |
| ২.৪ | | | |
| ৩.০ | প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | : | এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ |

- বাংলাদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্রে কোষীয় ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান গবেষণার দ্বারপ্রান্তে উদ্ভাবনী পরিবর্তন সাধন।
- দেশেই পেটেন্ট প্রাপ্তির পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগবৃদ্ধি এবং ঔষধ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক পণ্য উৎপাদনে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারি ও স্বায়ত্ত্বস্বাসিত প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ।
- দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার্থী , গবেষক ও অনুষদে মানসম্মত গবেষণা প্রদানকারী তৈরীতে কোষ ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান গবেষণায় প্রযুক্তির ব্যবহার ।
- শিক্ষিত জনগণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মসংস্থান করে দারিদ্র বিমোচন সহজ করা ।
- এই প্রতিষ্ঠান সুস্থ জনগোষ্ঠী নিশ্চিত করতে সব ধরণের সুযোগসৃষ্টি করবে ।
- আমরা মানসম্মত শিক্ষা ও আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরীতে আলোচনাসভা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ।
- প্রতিটি সেক্টরে মেয়েদের সমান সুযোগ তৈরীতে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । লিঙ্গবৈষম্য আমাদের সমাজে এক অভিশাপ ।আমরা পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদের ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করি ।
- সরকার এখন সবার জন্য পানি এবং সাস্থবিধিসম্মত ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা এবং টেঁকসই পরিচালনা

নিশ্চিতকরণে জোর দিচ্ছে। জনসাধারনের মধ্যে স্বল্প খরচে বিশুদ্ধ পানি পরিচালনের জন্য সাস্থবিধিসম্মত ব্যবস্থার প্রসার এবং সহায়ক উপাদান খুঁজে বের করাই আমাদের একটি লক্ষ্য।

- বিভিন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এটি আমাদের দেশে অতি ক্ষুদ্র সেক্টরেও বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষ্ম হবে। দক্ষ জনবল কাজে লাগিয়ে জিডিপি বৃদ্ধির হার নিশ্চিত করে।। সরকার ৭তম এফওয়াইপি এর মধ্যে ১২.৯ মিলিয়ন অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে।এর মধ্যে ২ মিলিয়ন কর্মসংস্থান দেশের বাইরে , ৯.৯ মিলিয়ন কর্মসংস্থান শ্রমিকদের জন্য। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে সরকার দেশের শিক্ষিত জনগনের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগে সহায়তা করছে
- এই ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জন এবং পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা অর্জনের জন্য গবেষণাভিত্তিক পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে ।
- বিশুদ্ধ পানির উৎস সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শহুরে অঞ্চল পরিকল্পনাকরণে আমরা সরকারকে সহায়তা করবো ।
- পরিবেশগত ধারণক্ষমতা ঠিক রাখতে কিছু উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা যা সরকারি নতুন কিছু কৌশল সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করবে।
- দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠয়ানের মধ্যে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে জ্ঞান এবং কৌশল বন্টণের জন্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে ।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : **৫ বছর**

শুরুর তারিখ: জুলাই **২০১৭**

**সমাপ্তির তারিখঃ ডিসেম্বর ২০২২**

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)

i) সর্বমোট : **৩০,০০০** (১০০%)

ii) জিওবি : **৩০,০০০** (১০০%)

iii) অন্যান্য (BMRC) :

৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার : **প্রযোজ্য নয়**

৬.০ অর্থায়নের ধরণ : **জিওবি**

৬.১ অর্থায়নের ধরণ ও উৎস : **জিওবি**

| উৎস / ধরণ | **জিওবি** (বৈদেশিক মুদ্রা) | নিজস্ব (বৈদেশিক মুদ্রা) | অন্যান্য (BMRC) |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ঋণ | -- | -- | -- |
| অনুদান | ৩০,০০০ | -- | -- |
| ইকুইটি | -- | -- | -- |
| অন্যান্য | | | -- |
| সর্বমোট | ৩০,০০০ | | -- |

৬.২ বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকা)

| অর্থবছর | **জিওবি** (বৈদেশিক মুদ্রা) | সংস্থা নিজস্ব অর্থায়ন ((বৈদেশিক মুদ্রা)) | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ২০১৭-২০১৮ | ২,৫০০ | | | ২,৫০০ |
| ২০১৮-২০১৯ | ৭,৫০০ | | | ৭,৫০০ |
| ২০১৯-২০২০ | ১০,০০০ | | | ১০,০০০ |
| ২০২০-২০২১ | ৫,০০০ | | | ৫,০০০ |
| ২০২১-২০২২ | ৫,০০০ | | | ৫,০০০ |

৭.০ প্রকল্প এলাকাঃ

| বিভাগ | জেলা | সিটি করপোরেশন/ পোরসভা/ উপজেলা |
|---|---|---|
| ঢাকা | ঢাকা | মহাখালী |

৮.০ এলাকা ভিত্তিক ব্যয় বিভাজনঃ সংযোজনী ১

৯.০ প্রাক্কলিত প্রকল্পের ব্যয় বিভাজন (লক্ষ টাকায়)

| ইকনমিক কোড | ইকনমিক সাব-কোড | ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অঙ্গের (items) বিবরণ | একক | পরিমাণ | মোট খরচ =(৭+৮+৯) | জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা) | নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা) | অন্যান্য | প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ক) রাজস্ব | | | | | | | | | |
| ৪৫০০<br>৪৬০০<br>৪৭০০ | | বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/কর্ম চারীদের বেতন-ভাতাদি | ৬০ | | | | | | |
| ৪৮০০ | | সরবরাহ ও সেবা | থোক | | | | | | |
| উপমোট (রাজস্ব) | | | | | | | | | |
| (খ) মূলধন | | | | | | | | | |
| ৬৮১৩ | | বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সামগ্রী | থোক | | | | | | |
| ৬৮১৩ | | অফিস ইকুইপমেন্ট | থোক | | | | | | |
| ৬৮২১ | | মেডিক্যাল আসবাবপত্র | থোক | | | | | | |
| ৬৮২১ | | বৈজ্ঞানিক আসবাবপত্র এবং অন্যান্য | থোক | | | | | | |
| ৬৯০১ | | | | | | | | | |
| ৭০১৬ | | নির্মাণকাজ | থোক | | | | | | |
| উপমোট (মূলধন) | | | | | | | | | |
| (গ)ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি | | | | | | | | | |
| (ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

১০. লগ ফ্রেম:

ক) প্রকল্প সমাপ্তির পরিকল্পিত তারিখ -২০২৪

খ) এই সারাংশ প্রস্তুতির তারিখ: জুলাই-২০১৭

| বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ (ব সা ) | বিষয়গতভাবে যাচাইকৃত নির্দেশকসমূহ (বি যা নি) | কার্যাদিসাধনের উপায় যাচাই (কা উ যা) | গুরুত্বপূর্ণ ধারণা (গু ধা) |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| লক্ষ্য:<br>১. বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ সেলুলার এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণাগার দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য স্থাপন করা। | ১. সেলুলার এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বাংলাদেশে ল্যাবরেটরি সুবিধা স্থাপন করা। | ১. পুরো স্থাপনা নির্মাণ।<br>২. যন্ত্রাদি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সংস্থাপন।<br>৩. সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।<br>৪. গবেষণা-মতামত আদান-প্রদান। | ১। সেলুলার এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।<br>২। সরঞ্জামাদিও রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ ও সংস্থাপন।<br>৩। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সেলুলার এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর। |
| উদ্দেশ্য:<br>১। সেলুলার ও আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভিনব পরিবর্তন আনা।<br>২। প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের ওষুধ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের সরকারী ও বেসরকারী খাতকে | ১। প্রতি বছর নতুন প্রযুক্তি স্থাপন করা হবে। | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সমৃদ্ধ করার জন্য কাটিং এজ সেলুলার এবং আণবিক গবেষনার ভিত্তিতে দেশীয় পেটেন্ট এবং প্রক্রিয়ার জন্য উদ্ভাবনী পরিবেশ তৈরী করতে গবেষণার জন্য সহযোগিতামূলক অবস্থা তৈরি করা।<br>3. উন্নত মানের গবেষণার লক্ষ্যে কাজ প্রদানকারীরা ছাত্র, গবেষক ও বিভাগগুলোকে প্রযুক্তিগত সুবিধা দেয়া, সেলুলার এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণা অর্জন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যেবজায় রাখা। | | | |
| ফলাফল:<br>১. সেলুলার এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণারজন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হবে।<br>২. যন্ত্রাদি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সংস্থাপিত হবে।<br>৩. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সেলুলার এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণাগার ও ইন্সটিটিউট গুলোর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে।<br>৪ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা হবে।<br>৫. সেলুলার এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের মাধ্যমে একটি | ১। ডিসেম্বর , ২০১৮ মাসের মধ্যে সব নাগরিক কাজ সম্পন্ন করা হবে।<br>২। ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে সব ধরনের দরপত্র সম্পন্ন করা হবে।<br>৩। গবেষণা তথ্য আদান-প্রদান করা।<br>৪। দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা। | ১। BMRCবার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা।<br>২। রিপোর্ট প্রকাশ করা।<br>৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়েপ্রতিবেদন প্রকাশ করা।<br>৪। মিনিটের মধ্যে ছবি ও পিএসসি করা।<br>৫। আইএমইডি প্রতিবেদন প্রদান। | ১। সুনির্দিষ্ট কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা।<br>২। কোনোক্রয় সমস্যা না রাখা। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নির্দিষ্ট রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা নির্দিষ্টকরণ করা হবে।<br>৬. স্বাস্থ্য পণ্য তৈরি (মান পর্যবেক্ষণের ল্যাবরেটরি সুবিধা, চিকিৎসা সহায়তা ওড্রাগ আবিষ্কার) করা হবে। | | | |
| উপকরণ:<br>১) জনশক্তি,<br>২) জমি,<br>৩ নির্মাণ,<br>৪) যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসার সরঞ্জাম,<br>৫) অফিস সরঞ্জাম,<br>৬) আসবাবপত্র,<br>৭) অফিস আসবাবপত্র। | ১. জনশক্তি নিয়োগ করা।<br>২. নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য জমির বাবস্থা করা।<br>৩. সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি।<br>৪. অফিস সরঞ্জাম নিয়ে আসা।<br>৫. মেডিকেল আসবাবপত্র নিয়ে আসা।<br>৬.অফিস আসবাবপত্র নিয়ে আসা। | ১। BNICMR কতৃক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ।<br>২। প্রকল্প পরিচালক-এর রিপোর্ট।<br>৩। ডিএসএসএর প্রতিবেদন।<br>৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন প্রকাশ।<br>৫। আইএমইডি এর প্রতিবেদন। | ১। ডিপিপি এর সময়মতো অনুমোদন।<br>২। সময়মত ফান্ড রিলিজ।<br>৩। যথাসময়ে টেন্ডারিং প্রক্রিয়া সম্পাদন।<br>৪। যথাসময়ে মালামাল এবং সেবা যোগান দেওয়া।<br>৫। প্রকল্প চলাকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিস্বাভাবিকরাখা। |

১১) প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টঃ

১১.১ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনা সংযুক্তিকরণঃ BMRC will done this part

১১.২ ইমপ্লিমেন্টেশন ব্যবস্থাপনাঃ BMRC will done this part

১১.৩ ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত করুনঃ **সংযুক্তি-III (a), সংযুক্তি-III (b), সংযুক্তি-III (c), সংযুক্তি-III (d)**

সংযুক্তি-III (a)

**Total Procurement Plan for development project/program**

| | | | |
|---|---|---|---|
| মন্ত্রনালয়ের নামঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | প্রকল্পের খরচ (লখ টাকা) | | |
| সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (BMRC) | সর্বমোট | : | ৩০০০০ |
| Procuring Entity Name and Code : BMRC | জিওবি | : | ৩০০০০ |
| প্রকল্পের নামঃ বঙ্গমাতা জাতীয় সেলুলার ও মলিকুলার রিসার্চ প্রতিষ্ঠান স্থাপন | অন্যান্য | : | |

| Package no | Description of Procurement package as per DPP Goods | Unit | Qty. | Procurement method & (type) | Contract approving Authority | Source of funds | Estd. Cost (in Lakh Tk.) | Indicative | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Not used in Goods | Inviting for tender | Signing of |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| GD 1 | Machinery & Scientific Equipment | Nos | | OTM(NCT) | According to PPR-2008 & Delegation of Financial Power | GOB | | | | |
| GD 2 | Office Equipment | Nos | | OTM(NCT) | | GOB | | | | |
| GD 3 | Medical Furniture | Nos | | OTM(NCT | | GOB | | | | |
| GD 4 | Office Furniture | Nos | | OTM(NCT | | GOB | | | | |
| **Total Value of Goods Procurement** | | | | | | | | | | |

**সংযুক্তি-III (b)**

**Total Procurement Plan for development project/program**

| মন্ত্রনালয়ের নামঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | প্রকল্পের খরচ (লখ টাকা) | | |
|---|---|---|---|
| সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (BMRC) | সর্বমোট | : | ৩০০০০ |
| Procuring Entity Name and Code : BMRC | জিওবি | : | ৩০০০০ |
| প্রকল্পের নামঃ বঙ্গমাতা জাতীয় সেলুলার ও মলিকুলার রিসার্চ প্রতিষ্ঠান স্থাপন | অন্যান্য | : | |

| Package no | Description of Procurement package as per DPP Works | Unit | Qty. | Procurement method & (type) | Contract approving Authority | Source of funds | Estd. Cost (in Lakh Tk.) | Indicative Dates | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Invitation for Prequel (If applicable) | Inviting for tender | Signing of contract | Completion of Contract |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WD-1 | Civil Construction Construction of 15 stored Main Building with one basement and parking Jone including internal sanitary, Canteen, electrification, Deep tubewell with distribution line, substation | Sqm. | | OTM(NCT) | According to PPR-2008 & Delegation of Financial Power | GOB | | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | room, waste disposal system, Auditorium | | | | | | | | | | |
| **Total Value of Works Procurement** | | | | | | | | | | | |

**সংযুক্তি-III (c)**

**Total Procurement Plan for development project/program**

| | | | |
|---|---|---|---|
| মন্ত্রনালয়ের নামঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | প্রকল্পের খরচ (লখ টাকা) | | |
| সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (BMRC) | সর্বমোট | : | ৩০০০০ |
| Procuring Entity Name and Code : BMRC | জিওবি | : | ৩০০০০ |
| প্রকল্পের নামঃ বঙ্গমাতা জাতীয় সেলুলার ও মলিকুলার রিসার্চ প্রতিষ্ঠান স্থাপন | অন্যান্য | : | |

| Package no | Description of Procurement package as per DPP Works | Unit | Qty. | Procurement method & (type) | Contract approving Authority | Source of funds | Estd. Cost (in Lakh Tk.) | Indicative Dates | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Invitation for Prequel (If applicable) | Inviting for tender | Signing of contract | Completion of Contract |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**সংযুক্তি-III (d)**

**Total Procurement Plan for development project/program**

| | | | |
|---|---|---|---|
| মন্ত্রনালয়ের নামঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | প্রকল্পের খরচ (লখ টাকা) | | |
| সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (BMRC) | সর্বমোট | : | ৩০০০০ |
| Procuring Entity Name and Code : BMRC | জিওবি | : | ৩০০০০ |
| প্রকল্পের নামঃ বঙ্গমাতা জাতীয় সেলুলার ও মলিকুলার রিসার্চ প্রতিষ্ঠান স্থাপন | অন্যান্য | : | |

| Package no | Description of Procurement package as per DPP Works | Unit | Qty. | Procurement method & (type) | Contract approving Authority | Source of funds | Estd. Cost (in Lakh Tk.) | Indicative Dates | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Invitation for Prequel (If applicable) | Inviting for tender | Signing of contract | Completion of Contract |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S-1 | Consultency | | | OTM(NCT) | According to PPR-2008 & Delegation of Financial Power | GOB | | | | | |
| **Total Value of Works Procurement** | | | | | | | | | | | |

১২) বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৈত কাজের লক্ষ্যমাত্রাঃ

১৩) সমাপ্তির পর, প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত করা দরকার কিনাঃ হ্যাঁ

১) যদি হ্যাঁ হয় তাহলে সংক্ষেপে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরি ও আর্থিক যা যা প্রয়োজন তা বর্ণনা কর:

প্রযোজ্য নয়।

২) যদি না হয় তাহলে সংক্ষেপে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক যা যা দরকার তা বর্ণনা করঃ

.....

স্বাক্ষরের জন্য দায়িত্ব অফিসার (s)

DPP মোহর মেরে ও তারিখ নিয়ে প্রস্তুতি।

## PART-B
## (Project Details)

১৪.০ ব্যাকগ্রাউন্ডঃ

**১৪.১ সমস্যা চিহ্নিতকরণঃ**

বাংলাদেশে গবেষণা স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টা হিসেবে উপযুক্ত সার্বজনীন সক্রিয় এবং অত্যাবশাক প্ররোচক চেষ্টা এবং অনুশীলন, যেটা সুদৃঢ় পেশাগত দক্ষতার দাবিদা্র, ব্যতীত পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি বিদ্যমান বিন্যাস, কৌশল, কর্মীবৃন্দ, জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাবের জন্য অনুপযুক্ত।

বাংলাদেশের অনেক সরকার পরিচালিত বিভাগ (স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, তথ্য এবং প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রনালয় অধিভুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ইত্যাদি) স্বাস্থ্য গবেষণা সমর্থন করে।এই গবেষণা কার্যক্রম সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ,জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিএসএমএমইউ, আইইডিসিআর, NIPSOM, ICMH, NIPORT, IPHN, IPH, বিআইডিএস, বিসিএসআইআর, স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন ICDDR.B, বিসিপিএস, বারডেম, হার্ট ফাউন্ডেশন, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন WHO, UNICEF, UNFPA, WB এবং অন্যান্য অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীসমূহ, এনজিও যেমন ব্র্যাক এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বি এম আর সি), স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, যেটা বাংলাদেশে স্বাস্থ্য গবেষণায় সংযোগকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োজিত। বি এম আর সি এর আওতায় সেলুলার এবং আণবিক গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে যেটার নামকরণ করা হবে বঙ্গমাতা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার যা দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় গবেষণা পরিচালনা করবে।এই কেন্দ্রটির লক্ষ্য হচ্ছে গবেষণা সুবিধা ও প্রশিক্ষণ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্প্রসারণ এর শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য গবেষণা প্রচার করে বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যার জন্য একটি কার্যকর এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদান করা। কেন্দ্রটির প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেঃ সংগঠন, প্রচার এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ের গবেষণার মধ্যে সমন্বয় সাধন, স্বাস্থ্য গবেষণায় জনশক্তি প্রশিক্ষন, যথাযথ ব্যবহারের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্প্রসারণ।বি এম আর সি সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বাংলাদেশ কাউন্সিল (বিসিএসআইআর), বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন (BAEC), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরি কমিশন (ইউজিসি) স্বাস্থ্য গবেষণায় অর্থায়ন করছে।

স্বাস্থ্য সকল মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত জীবনের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যের মৌলিক

ভূমিকা একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য গবেষণায় বিনিয়োগ করছে, কিন্তু এ পর্যন্ত একটি স্বাস্থ্য গবেষণা কৌশল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণয়ন করা হয় নি। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা প্রমাণ প্রদান এবং স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্যে একটি স্বাস্থ্য গবেষণা কৌশল সঠিক দিকে পরিচালনা এবং তহবিল বিন্যাস প্রয়োজন। এই কৌশল প্রণয়ন করার লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক নীতি পরীক্ষা এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য গবেষণার বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

**স্বাস্থ্য গবেষণা এবং উন্নয়ন**

স্বাস্থ্য জাতীয় সমৃদ্ধির একটি অন্যতম মূল উপাদান অন্যদিকে রোগের কোন জাতীয় সীমানা নেই। একই সময়ে সংকটপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা সুবিন্যস্ত করার লক্ষে আরো কার্যকর প্রতিরোধ, ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসার জন্য বৈজ্ঞানিক সাফল্য প্রতিশ্রুতি রাখে।দুর্বল স্বাস্থ্য আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে দারিদ্রতা এবং দুর্বলতা বিগত বছরগুলোর মতন কখনোই রাজনৈতিক মনযোগ পায়নি। বিশ্বায়নের শক্তিশালী এবং অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা এবং একইভাবে বৈপ্লবিক প্রয়োগের সহজাত ঝুঁকি উদ্ভত হয়েছে নতুন জিনগত উপলব্ধি থেকে যার কার্যকর বৈষম্য আছে। যখন এর সুফল একটি জাতির কিছু দলের কাছে সহজলভ্য, তখন এটি বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে দুর্লভ। এর পরিবর্তে এরা প্রতিবন্ধকতার অন্তরালে ক্রমশ জর্জরিত হচ্ছে যা তাদের জন্য আরো কষ্টদায়ক। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যবধি স্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নতি সত্ত্বেও ধনী এবং গরিবের স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্প্রসারিত পক্ষপাত বিদ্যমান। নতুন এবং পর্যবেক্ষিত সমস্যার ধ্বংসসাধনের চেষ্টায় সফলতা আছে এবং দুর্ঘটনা, আঘাত, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং অসংক্রামক ব্যাধি যেমন হৃদরোগ, বিপাকীয় ব্যাধি, ক্যানসার নতুন চ্যালেঞ্জ দাবি করে। এমনকি বাংলাদেশ জনসংখ্যা বিস্ফোরন, অপুষ্টি, মা ও শিশু মৃত্যুহার, স্বাস্থ্যকর্মী যেমন নার্স এবং টেকনোলজিস্ট এর স্বল্পতা প্রভৃতি চ্যালেঞ্জ সামলানোর চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে খাবার পানিতে আর্সেনিক সংক্রামণের মুখোমুখি হচ্ছে যেটা একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। এছাড়া বিশ্বায়ন, বানিজ্য সংস্করণ, সম্পদ অধিগ্রহণ বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সমস্যা। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বকে স্বাস্থ্য সমস্যা যেটা দারিদ্রতাকে পীড়া দেয় অথবা বর্ধিত জনসংখ্যা যাদের অবস্থার উন্নতিকরণ একটি বড় বোঝা, এদের মধ্যে মনোনিবেশ করা উচিত।

**স্বাস্থ্য গবেষণা এবং প্রমাণভিত্তিক স্বাস্থ্য নীতি**

আপাতদৃষ্টিতে মনে করা হয় যে একটি প্রমাণভিত্তিক কৌশল বিশেষ করে দুর্লভ সম্পদ ব্যবহারের নীতি বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। সুতরাং একটি স্বাস্থ্য গবেষণা কৌশল জরুরি প্রয়োজন যার লক্ষ্য প্রাথমিকভাবে সকল দায়িত্বশীল স্টেকহোল্ডারদের উৎপাদিত তথ্য সমন্বয় করা এবং স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অগ্রাধিকারগুলো নির্ণয় করা।

**স্বাস্থ্য গবেষণার জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ**

নির্দিষ্ট সফলতা অর্জন, সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন এবং উপলব্ধ উদ্বেগ প্রভৃতির পূর্বে স্বাস্থ্য গবেষণায় দেশকে কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়ঃ

১. দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক অসমতা হ্রাস করা ।

২. জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিক নির্ধারণ ।

৩. কিছু চলতি ইস্যু যেমন – জনসংখ্যা- বিষয়ক ও এপিডেমিওলজিকাল রূপান্তর এবং মানব স্বাস্থ্য, আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি, মনুষ্য স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশগত এবং বাস্তুসংস্থানসংক্রান্ত প্রভাবের উপর তাদের তাৎপর্য উপস্থাপন করে ।

৪. স্বাস্থ্যগবেষণা বিষয়ক পদ্ধতি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা একীকরণ ।

৫. কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গবেষণার সাথে জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যা এবং গবেষণা প্রবাহকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংযুক্ত করে ।

৬. আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নির্দেশিকা ও নৈতিকতা নীতিমালা  মানুষের বিষয় এবং উন্নতি ও সঙ্গতিসাধণের জন্য পর্যাপ্ত নৈতিক নির্দেশিকা প্রণয়ন ।

৭. বাংলাদেশের স্বাস্থ্য গবেষণা পদ্ধতি বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং অন্যান্য জাতীয় গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে সংযোগ সাধন করে।

৮. সাফল্যমন্ডিত এবং মেধাসম্পন্ন গবেষকদের একত্রিত করা।

৯. বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জীবনবীমা ও কৌশল প্রস্তুতকারক, পরিকল্পক, ব্যবস্থাপক, স্বাস্থ্যকর্মী, বিভিন্ন সম্প্রদায় সমষ্টি এবং অন্যান্যর মধ্যে সংবেদনশীলতা প্রণয়ন।

১০.  সংকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে স্বাস্থ্য গবেষণা এবং কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রণয়ণ

১১. গবেষণা (মানব, আর্থিক ও পরিকাঠামো) এবং জাতীয় অগ্রাধিকার বিচারিক ব্যবহারের জন্য সম্পদের প্রাপ্যতা।

১২. রিসোর্স বরাদ্দ ও নজরদারি ।

১৩. বিনিয়োগকারী এবং ব্যবহারকারীর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র এবং জ্ঞান বৃদ্ধি।

১৪. বিশ্বায়নের দ্বারা হুমকিগুলো থমকে গেছে এবং সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।

১৫. গবেষণা সম্প্রদায়, স্বাস্থ্য, সেবা পরিচালক এবং নীতি নির্ধারকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগগুলি উন্নয়ন অনুশীলন, সিদ্ধান্ত ও কৌশল প্রণয়নে গবেষণার ফলাফল ব্যবহার সহজতর করেছে ।

১৬. নীতি নির্ধারক, ম্যানেজার, গবেষক এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে গবেষণা সংস্কৃতি সৃষ্টি, গবেষণা ও একটি গবেষণা পরিবেশ যা বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সমর্থন থাকবে।।

স্বাস্থ্য জাতীয় উন্নয়নের একটি মূল এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একটি উপাদান যেটা ন্যায়বিচারকে উন্নত করে। সুতরাং একটি সুস্পষ্ট নির্বাচিত স্বাস্থ্য গবেষণা কৌশল এই গুরত্বপূর্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ভিত্তি।

১৪.৩। উদ্দেশ্যাবলি:

- বাংলাদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্রে কোষীয় ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান গবেষণার দ্বারপ্রান্তে উদ্ভাবনী পরিবর্তন সাধন।
- দেশেই পেটেন্ট প্রাপ্তির পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগবৃদ্ধি এবং ঔষধ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক পণ্য উৎপাদনে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারি ও স্বায়ত্ত্বস্বাসিত প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ।
- দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার্থী , গবেষক ও অনুষদে মানসম্মত গবেষণা প্রদানকারী তৈরীতে কোষ ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান গবেষণায় প্রযুক্তির ব্যবহার ।
- শিক্ষিত জনগণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মসংস্থান করে দারিদ্র বিমোচন সহজ করা ।
- এই প্রতিষ্ঠান সুস্থ জনগোষ্ঠী নিশ্চিত করতে সব ধরণের সুযোগসৃষ্টি করবে ।
- আমরা মানসম্মত শিক্ষা ও আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরীতে আলোচনাসভা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ।
- প্রতিটি সেক্টরে মেয়েদের সমান সুযোগ তৈরীতে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । লিঙ্গবৈষম্য আমাদের সমাজে এক অভিশাপ ।আমরা পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদের ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করি ।
- সরকার এখন সবার জন্য পানি এবং সাস্থবিধিসম্মত ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা এবং টেঁকসই পরিচালনা নিশ্চিতকরণে জোর দিচ্ছে। জনসাধারনের মধ্যে স্বল্প খরচে বিশুদ্ধ পানি পরিচালনের জন্য সাস্থবিধিসম্মত ব্যবস্থার প্রসার এবং সহায়ক উপাদান খুঁজে বের করাই আমাদের একটি লক্ষ্য।
- বিভিন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এটি আমাদের দেশে অতি ক্ষুদ্র সেক্টরেও বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষ্ম হবে। দক্ষ জনবল কাজে লাগিয়ে জিডিপি বৃদ্ধির হার নিশ্চিত করে।। সরকার ৭তম এফওয়াইপি এর মধ্যে ১২.৯ মিলিয়ন অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে।এর মধ্যে ২ মিলিয়ন কর্মসংস্থান দেশের বাইরে , ৯.৯ মিলিয়ন কর্মসংস্থান শ্রমিকদের জন্য। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে সরকার দেশের শিক্ষিত জনগনের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগে সহায়তা করছে
- এই ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জন এবং পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা অর্জনের জন্য গবেষণাভিত্তিক পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে ।
- বিশুদ্ধ পানির উৎস সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শহুরে অঞ্চল পরিকল্পনাকরণে আমরা সরকারকে সহায়তা করবো।
- পরিবেশগত ধারণক্ষমতা ঠিক রাখতে কিছু উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা যা সরকারি নতুন কিছু কৌশল সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করবে।
- দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠয়ানের মধ্যে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে জ্ঞান এবং কৌশল বন্টণের জন্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে ।

১৪.৪ আউটকামঃ

- রোগীর চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি
- এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে গবেষণা প্রতিষ্ঠান আরো ক্ষমতাশীল হবে । প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নত গবেষণায় উৎসাহী হবে
- মানসম্মত গবেষণা পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি
- দক্ষ গবেষক, অল্পশিক্ষিত ও শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি
- রোগীর দ্রুত ও কার্যকর চিকিৎসা নিশ্চিত হবে
- গবেষক ও গবেষণা শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টি
- কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া। এই ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য প্রাধান্য পাবেনা।
- গবেষণা ক্ষেত্রে কর্ম্সংস্থানের জন্য প্রচুর পরিমাণ সুযোগ সৃষ্টি
- নিজস্ব স্থায়ী এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণে গবেষণায় কর্মপ্রবাহ বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে
- ফলে স্বল্প সময়ে গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাবো এই গবেষণা হবে পরিবেশবান্ধব
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে এই গবেষণা কেন্দ্রের উন্নতি সাধন

১৪.৫ আউটপুটঃ

- গবেষণালব্ধ ফলাফল কাজে লাগিয়ে ঔষধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা যা দেশের সকল চিকিৎসাকেন্দ্র গুলোতে ব্যবহার হবে
- পেটেন্টের মাধ্যমে দেশের সুনাম বৃদ্ধি এবং পেটেন্ট থেকে অর্থ উপার্জন । স্বাস্থ্যপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনীতিতে অবদান
- গবেষণালব্ধ ফলাফল বাস্তব জীবন ও চিকিৎসাকেন্দ্রে ব্যবহার করে সর্বসাধারণের কার্যকর চিকিৎসা নিশ্চিত করা
- গবেষণা ও চিকিৎসা সেবার প্রদানে নতুন শাখা তৈরী
- সুস্থ জনগন অধিক কর্মক্ষম ও অর্থনীতিতে অবদান রাখবে
- গবেষণালব্ধ জ্ঞান সর্বসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োগ
- গবেষণা ফলাফল নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কল্যানে ব্যবহার।
- সুস্থ কর্মক্ষম মানব সম্পদ জিডিপি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে
- বিভিন্ন স্থানে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা সৃষ্টির মাধ্যমে গবেষণা সম্প্রসারিত হবে ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে
- জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ও স্বাস্থ্য কৌশলে পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন
- দেশ ও বহির্বিশ্বের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা ও কর্ম্সংস্থান সৃষ্টি তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে ভূমিকা

১৪.৬ ক্রিয়াকলাপঃ

১। বিশ্বমানের সেলুলার এবং মলিকুলার জীববিজ্ঞানের গবেষণা ল্যাবরেটরি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা

২। বাংলাদেশে সেলুলার এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার জন্য দক্ষ পেশাদার মানুষ তৈরি করা।

৩।পরীক্ষামূলক সমর্থন, পরীক্ষাগার স্বীকৃতি সমর্থন, গবেষণা গুণমান ও গবেষণা পণ্যের উৎপাদন এবং উন্নয়ন।

৪। একটি নির্দিষ্ট  ব্যাধির জন্য পেটেন্ট জেনারেশন

৫। সংক্রামক (এইডস, ক্রনিক হেপাটাইটিস, কলেরা, টিবি), অন্যান্য সংক্রামক¬ রোগ ও অসংক্রামক রোগ (যেমন ডায়াবেটিস, হাঁপানি, এলার্জি, ক্যান্সার ইত্যাদি) জন্য কার্যকর ডায়গনিস্টিক সরঞ্জাম প্রতিষ্ঠা।

৬। ভিট্রো অধীনে (cell culture) এবং ভিভো অবস্থায় ডায়গনিস্টিক¬ এবং থেরাপিউটিক কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা

৭।  ডায়গনিস্টিক & রোগচিকিৎসাবিজ্ঞানের মার্কেট  বিশ্লেষণ।

১৪.৭

**১৪.৮ দারিদ্র্য অবস্থা**

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যার জনসংখ্যা ১৫০০ লক্ষের উপর। এখানে বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, উন্নত ডায়গনিস্টিক সরঞ্জাম, জনসংখ্যা ভিত্তিক জেনেটিক মার্কার, এবং অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সম্পদের কারণে এখানে মানুষ তাদের জীবদ্দশায় বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘস্থায়ী বা সংক্রামক রোগ বহন করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণে এটি প্রভাব ফেলে। তাছাড়া এখানে রোগীদের সুনির্দিষ্ট ডাটাবেস নেই এবং এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট রোগীর কোন সুনির্দিষ্ট ফলো আপ ডাটাও এখানে পাওয়া যায় না। এই অবস্থা আরো বেগতিক রোগীদের সেলুলার এবং মলিকুলার প্যাটারনিং এর ক্ষেত্রে  যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ  কার্যকর, ডায়াগনস্টিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং ডায়গনিস্টিক & থেরাপিউটিক পন্থা গ্রহণের জন্য। ভৌগোলিক বা জাতিগত কারণে এই অঞ্চলের মানুষদের সেলুলার এবং মলিকুলার জৈবিক ম্যাকানিজম ও পৃথক হয়। তাই বাংলাদেশী জনসংখ্যার সেলুলার এবং মলিকুলার ম্যাকানিজম এর দৃশ্যকল্প বুঝতে দেশব্যাপী একটি সেলুলার এবং মলিকুলার ডাটাবেস তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই  জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা এই সমস্যা উত্তরণের সহায়ক হবে।

১৪.৯ জনসংখ্যা পরিধি

বি এন আই সি এম আর ঢাকায় অবস্থিত একটি চিকিৎসা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ঢাকাসহ পুরো দেশের মানুষ এখানে এসে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারবে। শহর গ্রাম নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন ধরনের বৈষম্য ছাড়াই রোগের ভিত্তিতে তাদের কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা এখানে পাবে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমস্যা নির্ণয়ের জন্য যথাযথ গবেষণা করা হবে।

১৫.০ কোনো প্রাক মূল্যায়ন / সম্ভাব্যতা সমীক্ষা / পূর্ব-বিনিয়োগ অধ্যয়ন এই প্রকল্পের আগে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা? যদি তাই হয়, তথ্যও & সুপারিশের সারসংক্ষেপ সংযুক্ত করুনঃ হ্যাঁ

১৬।অর্থনৈতিক বিশ্লেষণঃ

| | |
|---|---|
| ১৬.১ নেট প্রেজেন্ট মান (NPV)<br>i) আর্থিক<br>ii) অর্থনৈতিক | |
| ১৬.২ বেনিফিট খরচ রেশন (BCR)<br>i) আর্থিক<br>ii) অর্থনৈতিক | |
| ৩ অভ্যন্তরীণ হার রিটার্ন (IRR)<br>i) আর্থিক<br>ii) অর্থনৈতিক | |

১৭.০ একই ধরণের পূর্ববর্তী প্রকল্প থেকে শিক্ষাঃ

১৭.১ যেসব বিষয়গুলো উক্ত প্রকল্পকে সফল করেছিলঃ প্রযোজ্য নয়

১৭.২ সূচিত করুন সমস্যাগুলো যা আগের প্রকল্পে ভালভাবে কাজ করেনিঃ প্রযোজ্য নয়
আইটেম জ্ঞানী খরচ অনুমান এবং তারিখ

১৮.0 আইটেম অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারণ ও তারিখ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের সম্পন্ন হওয়ার তারিখ | প্রধান আইটেমসমূহ | ইউনিট ব্যয় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | বঙ্গমাতা জাতীয় সেলুলার ও মলিকুলার রিসার্চ প্রতিষ্ঠান | | i. ভবন নির্মাণ<br>ii. মেশিনারিজ & মেডিকেল<br>iii. যন্ত্রপাতি | | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নির্মাণ অনুমান সর্বশেষ গণপূর্ত হার, সময়সূচি |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ও উপাদান অন্যান্য ব্যয়, বর্তমান বাজারদর ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে |
| | | | iv. আসবাবপত্র | | |

১৯.০ তুলনামূলক খরচের বিবরণ একই ধরণের প্রকল্পের ক্ষেত্রেঃ

| ক্রমিক নং | মূল যন্ত্রপাতি | একক | যন্ত্রপাতির একক খরচ (লক্ষ) | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রস্তাবিত প্রকল্প | একই ধরণের চলমান প্রকল্প | একই ধরণের সমাপ্ত প্রকল্প | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | **Hematological system** | | 80.00 | | | |
| ২ | **Fluorescence Microscope/Other Microscopy** | | 35.00 | | | |
| ৩ | Biosafety cabinet | | 6.00 | | | |
| ৪ | $CO_2$ Incubator /cell culture facilities | | 12.00 | | | |
| ৫ | Water Bath | | 5.00 | | | |
| ৬ | **High speed centrifuge** | | 35.00 | | | |
| ৭ | Refrigerator | | 2.50 | | | |
| ৮ | **Cell Count ( Life technology)Thermo** | | 50.00 | | | |
| ৯ | Inverted Microscope | | 25.00 | | | |
| ১০ | Ultra Low Freezer | | 22.00 | | | |
| ১১ | Autoclave | | 10.00 | | | |
| ১২ | **Cytochemistry Analyzer** | | 60.00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৩ | **FACS** | | 500.00 | | | |
| ১৪ | **Cell sorter/Isolator** | | 45.00 | | | |
| ১৫ | **PCR (Real time and regular PCR)** | | 45.00 | | | |
| ১৬ | **Luminiscence micro plate Reader** | | 35.00 | | | |
| ১৭ | Taq Man (R) open array (R) | | | | | |
| ১৮ | **Genotyping System** | | | | | |
| ১৯ | **DNA sequncer** | | 120.00 | | | |
| ২০ | Hb Electrophoresis | | | | | |
| ২১ | **LC-MS** | | 450.00 | | | |
| ২২ | **HPLC** | | 80.00 | | | |
| ২৩ | **FPLC** | | 80.00 | | | |
| ২৪ | Elisa plate reader & Eliza Washer | | 16.00 | | | |
| ২৫ | **Bio analyzer.** | | 50.00 | | | |
| ২৬ | **Immunology analyzer** | | **50.00** | | | |
| ২৭ | **Flow Cytometer** | | **130.00** | | | |
| ২৮ | **Immunohistochemistry** | | **50.00** | | | |
| ২৯ | Laboratory accessories | | **20.00** | | | |
| ৩০ | De-ionizer (water purification system) | | 15.00 | | | |
| ৩১ | Ultrapure water purification system | | 25.00 | | | |
| ৩২ | Rotary microtome | | 14.00 | | | |
| ৩৩ | Cryostate with tissue auto processing system | | 30.00 | | | |
| ৩৪ | Temperature control room (cold and warm room) | | 25.00 | | | |
| ৩৫ | Fume hood | | 6.00 | | | |
| ৩৬ | Freezer(-86$^{o}$C) | | 23.00 | | | |
| ৩৭ | Shaker | | 4.50 | | | |
| ৩৮ | Bio-analyzer | | 40.00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৯ | Auto-analyzer | | 25.00 | | | |
| ৪০ | **LCMS** | | 450.00 | | | |
| ৪১ | Temperature controlled water bath | | 4.50 | | | |
| ৪২ | 156C cryogenic freezer | | 28.00 | | | |
| ৪৩ | DNA/RNA workstation | | 5.00 | | | |
| ৪৪ | **Flow Cytometer** | | 130.00 | | | |
| ৪৫ | **Chemiluminescence detection system** | | 50.00 | | | |
| ৪৬ | **HPLC** | | 80.00 | | | |
| ৪৭ | **Spectroscopic analyzer** | | 25.00 | | | |
| ৪৮ | **GC system** | | 75.00 | | | |
| ৪৯ | **DNA sequencer** | | 130.00 | | | |
| ৫০ | Bio-safety level 1,2,3,4 | | 8.00 | | | |
| ৫১ | Analytical balance | | 5.00 | | | |
| ৫২ | Biosafety cabinet | | 7.50 | | | |
| ৫৩ | Refrigerator | | 2.50 | | | |
| ৫৪ | Shaker incubator | | 15.00 | | | |
| ৫৫ | Deep freezer | | 1.50 | | | |
| ৫৬ | Magnetic stirrer and vortex | | 1.20 | | | |
| ৫৭ | Inverted phase contrast light microscope | | 12.00 | | | |
| ৫৮ | Ph meter | | 4.50 | | | |
| ৫৯ | Autoclave | | 10.00 | | | |
| ৬০ | Distilled water plant | | 6.00 | | | |
| ৬১ | Homogenizers | | 5.00 | | | |
| ৬২ | PCR Thermalcycler | | 15.00 | | | |
| ৬৩ | **Rotary Microtome** | | 14.00 | | | |
| ৬৪ | **Cryostate** | | 22.00 | | | |
| ৬৫ | **Tissue auto processor** | | 30.00 | | | |
| ৬৬ | **Tissue embedding system** | | 30.00 | | | |
| ৬৭ | **Fluorescent Microscope with imaging system** | | 38.00 | | | |
| ৬৮ | **Flow cytometer** | | 130.00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬৯ | **Ultra low Centrifuge** | | 80.00 | | | |
| ৭০ | **Paraffin Dispenser** | | 20.00 | | | |
| ৭১ | **Paraffin Wax Trimmer** | | 20.00 | | | |
| ৭২ | water bath | | 6.00 | | | |
| ৭৩ | Colorimeter Photoelectric | | 10.00 | | | |
| ৭৪ | Autopsy tables | | 5.00 | | | |
| ৭৫ | Coplin jars | | 1.00 | | | |
| ৭৬ | Balance, Chemical with weights | | 2.50 | | | |
| ৭৭ | **TOC (Total organic carbon analyzer);** | | 70.00 | | | |
| ৭৮ | **De-ionizer (water purification system);** | | 18.00 | | | |
| ৭৯ | **Micro filtering;** | | | | | |
| ৮০ | **Resoftening;** | | | | | |
| ৮১ | **Reverse osmosis.** | | 18.00 | | | |
| ৮২ | Biosafety cabinets Class II – Three (one for handling cell cultures, one for handling stock viruses and one for processing clinical specimens) | | **7.00 Each** | | | |
| ৮৩ | One incubator and two CO2 incubators (one for uninfected cell cultures and the other for infected cell cultures) | | **Incubator 8.00 & Co2 Incubator tk.12.00 Lac Including Co2 gas Cylinder with regulator** | | | |
| ৮৪ | 20 °C and –70 °C freezers | | **18.00** | | | |
| ৮৫ | Inverted light microscope | | **8.00** | | | |
| ৮৬ | Fluorescent microscope with photography attachments | | **38.00** | | | |
| ৮৭ | Filtration apparatus for preparation of tissue/cell | | **0.70** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | culture media | | | | | |
| ৮৮ | Refrigerate centrifuge | | **15.00** | | | |
| ৮৯ | water bath | | **5.00** | | | |
| ৯০ | pH meter | | **3.50** | | | |
| ৯১ | Magnetic stirrer | | **2.50** | | | |
| ৯২ | Vortex mixer | | **1.20** | | | |
| ৯৩ | Electronic balance for weighing chemicals | | **1.80** | | | |
| ৯৪ | Elisa Reader and washer | | **16.00** | | | |
| ৯৫ | Micropipettes ( 100ul, 200 ul, 20 ul) | | **25.00 Each** | | | |
| ৯৬ | Multi-channel pipettes – 8 and 12 channel pipettes (20-200 ul and 50- 300 ul) | | **1.20** | | | |
| ৯৭ | Autoclave – Two ( one for decontamination and one for sterilization) | | **10.00** | | | |
| ৯৮ | Hot air oven for sterilizing glassware | | **6.00** | | | |
| ৯৯ | One personal computer with printer, photocopier, fax machine and telephone lines | | **8.00** | | | |
| ১০০ | **PCR machine ( conventional and real-time)** | | **45.00** | | | |
| ১০১ | Gel electrophoresis apparatus with power supply | | **4.50** | | | |
| ১০২ | UV Transilluminator | | **2.00** | | | |
| ১০৩ | Ice-making machine | | **7.00** | | | |
| ১০৪ | Liquid nitrogen containers | | **2.50** | | | |
| ১০৫ | **Water purification/distillation system, which provides high-grade water suitable for tissue culture work** | | **25.00** | | | |
| ১০৬ | Glassware such as volumetric flasks, measuring cylinders, pipettes (1 ml, 2 ml, 5 ml and 10 ml), conical flasks, | | **5.00** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | reagent storage bottles (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml and 1000 ml) | | | | | |
| ১০৭ | Electric brushing machine and automatic pipette washer | | **3.50** | | | |
| ১০৮ | Sterile tissue culture plastic ware (25 cm2 and 75cm2 flasks, 24 and 96 well plates, petridishes, tissue culture tubes centrifuge tubes and pipettes) | | **15.00ls** | | | |
| ১০৯ | V-bottom polystyrene microtitre plates for haemagglutination | | **10.00Ls** | | | |
| ১১০ | Serum storage cryovials and boxes | | **5.00Ls** | | | |
| ১১১ | Micropipette tips | | **5.00** | | | |
| ১১২ | PCR tubes | | **5.00** | | | |
| ১১৩ | PCR reagents (Taqpolymerase, reverse transcriptase, primers, probes & and Agarose) | | **10.00** | | | |
| ১১৪ | DNA and RNA extraction kit It is critical to procure high-quality reagents and also confirm the same before use in routine diagnostic work. | | **10.00** | | | |
| ১১৫ | Shaker water bath | | **5.00** | | | |
| ১১৬ | Rocking platform | | **5.00** | | | |
| ১১৭ | Ultracentrifuge | | **80.00** | | | |
| ১১৮ | Diagnostic kits as per requirements of the laboratory | | **10.00** | | | |
| ১১৯ | Tissue culture media | | **2.00** | | | |
| ১২০ | Foetal bovine serum | | **4.00** | | | |
| ১২১ | Fluorescent conjugates | | **5.00** | | | |
| ১২২ | Fluorescent conjugates | | **5.00** | | | |
| ১২৩ | Analytical-grade fine chemicals for preparation | | **5.00** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | of buffers | | | | | |
| ১২৪ | Sterile tissue culture plastic ware (25 cm2 and 75cm2 flasks, 24 and 96 well plates, petridishes, tissue culture tubes centrifuge tubes and pipettes) | | **10.00** | | | |
| ১২৫ | Micropipette tips | | **5.00** | | | |
| ১২৬ | Axopatch 200B Amplifier | | | | | |
| ১২৭ | HS-2 and HS-2A headstages | | | | | |
| ১২৮ | HS-4 headstages | | | | | |
| ১২৯ | VG-2 virtual ground headstage | | | | | |
| ১৩০ | VG-2A-x100 bath-clamp headstage | | | | | |
| ১৩১ | Digidata 1550B plus HumSilencer | | | | | |
| ১৩২ | Manual Patch-Clamp Micromanipulators | | | | | |
| ১৩৩ | Set up for Bioequibalance lab | | | | | |
| ১৩৪ | Set up for Clinical Trial | | | | | |

২০.০ বিশদ বার্ষিক খরচ বিবরণঃ

প্রকল্পের নামঃ বঙ্গমাতা জাতীয় সেলুলার ও মলিকুলার রিসার্চ প্রতিষ্ঠান স্থাপন

মন্ত্রনালয়ের নামঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (BMRC)

| **Budget Head** | **Economic Code** | **Code Description** | **1st Year** | | | **2nd Year** | | | **3rd Year** | | | **4th Year** | | | **5th Year** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **GoB** | **Others** | **Total** | **GoB** | **Others** | **Total** | **GoB** | **Others** | **Total** | **GOB** | **Others** | **Total** | **GOB** | **Total** |
| **Revenue (a)** | **4500 4600 4700** | **Pay of Establishment** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4800** | **Supply and Services** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sub-total (a)** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capital (b)** | **6813** | **Machinery & Medical Equipment** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **6813** | **Office Equipment** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **6821** | **Medical Furniture** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **6821** | **Office Furniture** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **6901** | **Land Purchase** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7016** | **Construction** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sub-total (b)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total (a+b)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(C) Physical Contingency (1%)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(d) Price Contingency (1%)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Grand total (a+b+c+d)** | | | | | | | | | | | | | | | | |

২১। স্পেসিফিকেশন ও প্রধান আইটেমসমূহের এর ডিজাইন:

ক) স্থাপত্য নকশা স্থাপত্য বিভাগের দ্বারা সম্পন্ন করা হবে।

খ) যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা তৈরি করা হবে।

২২। সরকারের ঋণ সম্পৃক্ততা থাকার প্রকল্পগুলির জন্য ক্রমশোধ সূচি সংযুক্ত করুন: প্রযোজ্য নয়

২৩. সংক্ষেপে effect/impact এবং নির্দিষ্ট প্রশমন ব্যবস্থা ইনস্টলেশনের বাধাগ্রস্ত হবে এরূপ বর্ণনা; যদি থাকে

২৩.১ **অন্যান্য প্রজেক্ট/চলমান প্রতিষ্ঠা সমূহঃ** এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ঐ রকম অন্য কোন প্রজেক্ট নাই।

২৩.২ **ভুমি পানি বায়ু জীব বৈশিষ্ট্য বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশের প্রতি সহনশীলতাঃ**

ক্লিনিক্যাল গবেষনা চলাকালীন অনেক ধরনের বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় যেমনঃ

- সংক্রামক বর্জ্য (গবেষনাগার কালচার, আলাদা ওয়ার্ড, কলা, অন্যান্য কাপড় থেকে বর্জ্য)
- রোগবিদ্যাগত বর্জ্য (শরীরের অংশ, মানুষের ফিটাস, প্লাসেটা, রক্ত এবং অন্যান্য শরীরের পানীয় পদার্থ)
- ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য (অপ্রয়োজনীয় ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষুধ)
- রাসায়নিক বর্জ্য (রোগ নির্ণয়ের কাজ ও পরিস্কারক থেকে রাসায়নিক পদার্থ )
- তীক্ষ্ণ পদার্থ (সূচ, ব্লেড, ভাঙ্গা কাচের জিনিস)
- তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (রঞ্জন রশ্মি দ্বারা চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি)
- চাপে ঘনিভুত ধারক (গ্যাস ধারক, এরোসল গ্যাস)
- অধিক উচ্চ ধাতু বা ধাতব পদার্থ (ব্যাটারি, ভাঙ্গি তাপ নির্ণয় যন্ত্র, রক্তের চাপ নির্ণায়ক)

প্রভাবঃ

এই প্রতিষ্ঠানটি এমন কোন ক্ষতিকর জিনিস তৈরি করবে না, যা মাটি বায়ু, পানি, জীব বৈচিত্র্য এর প্রতি পরিবেশের সহনশীলতা নষ্ট করবে। তার উপর রোগ নির্ণয়, গবেষণা কর্ম, ক্লিনিক্যাল প্রয়োগ এবং অন্যান্য গবেষণার কর্ম চলাকালীন যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হবে তা যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা হবে যেন পরিবেশের কোন ক্ষতি না হয়।

অভিযোজনঃ

- মেডিক্যাল বর্জ্য থেকে সাধারন বর্জ্য আলাদা করা
- কার্যকরভাবে সৃষ্টির সময় বিভিন্ন ধরনের মেডিক্যাল বর্জ্য আলাদা করা
- বিপজ্জনক বর্জ্য লেবেল করা
- নিষ্পত্তির পূর্বে নির্বীজীত করা (যেখানে সম্ভব)
- বিপজ্জনক বর্জ্য ভস্মীভূত করা

নির্দিষ্ট প্রশমন পরিমাপঃ

- আলাদাকরন
- সংরক্ষন
- নির্বীজীত করা
- ভস্মীকরণ

২৩.৩ ভবিষ্যতের দুর্যোগ পরিচালনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনঃ

এই প্রজেক্ট পরিবেশের জলবায়ুর উপর কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে না।

২৩.৪ লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করা, নারীর ক্ষমতায় এবং অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকারে বিএনআইসিএমআরের ভুমিকাঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনায় [সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা (পার্সপেক্টিভ প্ল্যান), পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (৭ম), সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, এম ডি জি), দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (সাস্টেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোল,এম ডি জি)] লিঙ্গ বৈষম্য ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করা, নারীর ক্ষমতায় এবং অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকারের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিএনআইসিএমআর এই বিষয়গুলোর উপর বিশেষ নজর রাখবে। লিঙ্গ সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিভিন্ন প্রকল্পও পরিষেবার মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার কমানো।এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে হবে। এটি পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের কাজের সমঅংশগ্রহণ  নিশ্চিত করবে। প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য দূর করা পাশাপাশি তাদের বিশেষ যত্ন নিশ্চিত করাও এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২৪.৫ কর্মসংস্থানঃ

আণবিক গবেষণা এমন একটি জায়গা যেখানে অনেক বৃহৎ পরিসরে কাজ করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের গবেষক যেমন আণবিক বিজ্ঞান, প্রাণরসায়ন, মাইক্রোবায়োলজী, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োইনফরম্যাটিক্স জড়িত। সবধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরি করা হবে।ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার জন্য পদ তৈরি করা হবে যেমন ম্যানেজার, প্রকৌশলী, অফিস সহকারী, কম্পিউটার সহকারী। সুতরাং শিক্ষিত মানুষের জন্য এটা এক্তা করমসংস্থানের বিশাল সুযোগ হিসেবে পরিগনিত হবে। এটা দারিদ্র দূরীকরনেও সহায়ক হবে।

২৩.৬ দারিদ্রিক অবস্থাঃ

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যেখানে ১৫ কোটি মানুষের বসবাস। বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। শারীরিক সচেতনতা, উন্নত রোগ নিরূপণের ব্যাবস্থা, জনসংখা ভিত্তিক জেনেটিক মার্কারের অভাব, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্পদ এর অভাবে এখানকার মানুষজন বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এটা দেশের সরাসরি অর্থনৈতিক উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাছাড়া এখানে রোগীদের তথ্যের ও চিকিৎসার উন্নতির কোন নির্দিষ্ট ডাটাবেস নেই। এই অবস্থা অনেক বেশি মারাত্মক কোষীয় ও আণবিক গবেষনার ক্ষেত্রে। তাই একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধান করতে পারে।

২৩.৭ সাংগঠনিক ব্যবস্থাঃ

এই প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা ক্ষেত্র ও একই সাথে স্বাস্থ্য বিভাগকে বহুমাত্রিক কার্যক্রমে সহায়তা করবে। এটি রোগাক্রান্ত মানুষের সঠিক চিকিৎসা ও জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করবে। ফলে দেশজুড়ে অন্যান্য হাসপাতাল ও সাধারণ মানুষ লাভবান হবে। এছাড়াও সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ হবে।

২৩.৮ প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতাঃ

কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। যদি কর্মসংস্থান সুযোগের উন্নতি হয় তাহলে দারিদ্রের হারও কমে যাবে। দেশ দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি পাবে। গবেষণা ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়ন হবে এবং আরো গবেষণার সুযোগ বেড়ে যাবে। স্বাস্থ্য ও গবেষণা কেন্দ্র গুলো স্বতস্ফূর্তভাবে চলতে থাকবে।

২৩.৯ আঞ্চলিক অসমতাঃ

এখানে আঞ্চলিক অসমতার কোন সম্ভাবনা নেই কেননা এই প্রকল্পটি প্রলিপ্ত হবে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের জন্য। আবেদনকা্রীদের নির্বাচন করা হবে তাদের কাজের দক্ষতা এবং আত্মোৎসর্গ পর্যবেক্ষনের মাধমে আঞ্চলিকতার মাধ্যমে নয়। এছাড়াও যে কোন অঞ্চলের রোগীদের সমানভাবে চিকিৎসা করা হবে।

২৩.১০ জনসংখ্যাঃ

এই কেন্দ্রটি এই অঞ্চলের মৃত্যুর হার এবং রোগের হার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কর্মীসংখ্যার সৃষ্টি করবে। সুচিকিৎসা লাভের পর রোগী মানুষেরা দেশের বোঝা হবার পরিবর্তে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে পরিণত হবে। হাসপাতালটি দরিদ্র রোগীদের জন্য বিনামূল্যে এবং স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। এটি রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত অনুসন্ধান সুবিধার সৃষ্টি করে।রোগীদের আর চিকিতসার জন্য বাইরের দেশে যেতে হবেনা,তারা এ হাসপাতালেই পর্যাপ্ত সুবিধা পেতে পারে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে যাতে দেশে কর্মক্ষম জনগণ বৃদ্ধি পাবে,যা দেশের দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করবে।

**২৪। ইসিএ ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর অধীনে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে কিনা?**

**২৪.০ পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা / পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা / এসডিজিসমুহ / মন্ত্রণালয় / বিভাগ অগ্রাধিকারের সাথে নির্দিষ্ট সম্পর্কঃ**

বিএনআইএমসিআরের লক্ষ্যের সাথে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা (পার্সপেক্টিভ প্ল্যান), পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (৭ম), সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, এম ডি জি), দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (সাস্টেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোল,এম ডি জি) এর সমন্বয় সাধনঃ

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা (পার্সপেক্টিভ প্ল্যান) বিএনআইএমসিআরের লক্ষ্যের সমন্বয় সাধনঃ

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা (পার্সপেক্টিভ প্ল্যান) হল একটি রোডম্যাপ যেটা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সবার জন্য কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা ও একটি যত্নশীল সমাজ নিশ্চিত করবে ।

**বাংলাদেশকে মধ্যআয়ের দেশে উন্নয়নঃ**

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার (পার্সপেক্টিভ প্ল্যান) আরেকটি লক্ষ্য হল বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নতি সাধন করা। এই প্রতিষ্ঠান সেবা এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করবে। যা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করবে এবং বাংলাদেশকে মধ্যআয়ের দেশে পরিণত করবে।

**প্রযুক্তিগত উন্নয়ন:**

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার (পার্সপেক্টিভ প্ল্যান) অংশ হল প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক ও কার্যকর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা । এছাড়া প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে রোগের ডেমোগ্রাফিক্যাল অবস্থা অনুধাবন করা সহজ হবে। এর ফলে দেশের উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা যথাযতভাবে নেয়া যাবে।

**দারিদ্র্যহ্রাস:**

বিএনআইসিএমআর স্বল্প খরচে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে এবং মানবস্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রতিষ্ঠান সেবা এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করবে।

**মানব সম্পদ উন্নয়ন ও স্থায়ী স্বাস্থ্যসেবাঃ**

বিএনআইসিএমআর মানবসম্পদ উন্নয়ন ও স্থায়ী স্বাস্থ্যসেবার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নিম্নলিখিত কাজ করবেঃ

- ✓ বিএনআইসিএমআর গবেষণার মাধ্যমে জটিল রোগ নির্মূল এবং সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করবে।
- ✓ এটি সবাইকে কার্যকর চিকিৎসা সেবা প্রধানের লক্ষ্যে সবধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা বৃদ্ধি করবে।
- ✓ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার আলোকে চিকিৎসা শিক্ষার মান এবং স্বাস্থ্য খাতে সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতার উন্নতি করবে।
- ✓ জৈব-প্রযুক্তি, টেলি- মেডিসিন, বিশেষ করে নার্স এবং চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

<u>সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, এম ডি জি)ও বিএনআইএমসিআরের লক্ষ্যের সমন্বয় সাধনঃ</u>

- ❖ **<u>সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যঃ</u>**

একটি নিরাপদ , সমৃদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব গড়ে তুলতে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের সম্মেলন '৯০ ওজাতিসংঘের মিলেনিয়াম ঘোষণা -২০০০ একসাথে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে । এই ঘোষণাটি ১৮৯ টি রাষ্ট্র এবং ১৪৭ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে গৃহিত হয়েছে যা 'সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' নামে পরিচিতি পায় ।এ ঘোষণায় দারিদ্র , ক্ষুধা , মা ও শিশু মৃত্যুহার , রোগ, অপর্যাপ্ত আশ্রয়,লিঙ্গ বৈষম্য, পরিবেশগত অবনতি ও উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশিদারিত্বকে লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

**দারিদ্র দূরীকরণঃ**

বাংলাদেশ দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূলের ব্যাপারে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে ।সহশ্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দারিদ্র হ্রাসকরণ , খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সরবরাহ ব্যবস্থা –এর মত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা।আমাদের প্রকল্পের লক্ষ্য স্বল্পখরচের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং নির্দিষ্ট খাতে চাকরিসুবিধা প্রদান করা। এভাবে বিএনসিআইএমআর প্রকল্প অসংখ্য পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য'র অন্যতম লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচনে অনবদ্য ভূমিকা রাখবে।

**দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানঃ**

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য'র অন্যতম একটি উদ্দেশ্য দক্ষ ও যোগ্য তরুণ,নারী-পুরুষ সবার জন্য উৎপাদনক্ষম ও যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যা পরিচালিত হবে নিম্নোক্ত মানদণ্ড দ্বারাঃ

- প্রতিটি কর্মজীবির জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার
- জনসংখ্যা-কর্মসংস্থান অনুপাত
- দৈনন্দিন গড় আয় ১ ডলারের (পিপিপি) নিম্নের কর্মজীবিদের অনুপাত

বিএনআইসিএমআর দক্ষ জনগোষ্ঠিকে উপযুক্ত চাকরি প্রদান করার মাধ্যমে জনসংখ্যা-কর্মসংসস্থান অনুপাত হ্রাসকরণ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

**শিশু মৃত্যু হার কমানোঃ**

বিশ্বব্যাপী শিশু মৃত্যুহার সামগ্রিকভাবে কমেছে; কিন্তু এখনোবিভিন্ন দেশের মধ্যে এই মৃত্যুহার হ্রাস অসম। বিএনআইসিএমআর দেশের অধিবাসীদের জন্য যথাযথ উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।

**ক্যান্সার,এইডসসহ অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি প্রতিরোধঃ**

বাংলাদেশ থেকে ক্যান্সার,এইডস এর মত দুরারোগ্যব্যাধীসমূহ দূরীকরণ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) –এর অন্যতম উদ্দেশ্য । এবং এই লক্ষ্য পূরণে বিএনআইসিএমআর-ই হতে যাচ্ছে অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

এসব দুরারোগ্য ব্যাধীসমূহের কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে যথোপযুক্ত নিরাময়ব্যবস্থা সৃষ্টির ব্যাপারে বিএনআইসিএমআর প্রতিশ্রুতিশীল।

## দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (সাস্টেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোল,এস ডি জি) ও বিএনআইএমসিআরের লক্ষ্যের সমন্বয় সাধনঃ

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য হল দারিদ্র দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সুস্থ কর্মশীল জনগোষ্ঠী তৈরীর মাধ্যমে পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে তোলা। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য গবেষণা , চিকিৎসা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র প্রশমন সর্বোপরি একটি সুস্থ্য কর্মক্ষম জাতি গঠণ তথা দেশের উন্নয়নের এই লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখতে বিএনআইসিএমআর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে নবজাতকের আয়ু , পুষ্টিকর খাদ্য, টীকা, সাশ্রয়ী ঔষধ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। টীকা ও উন্নত ঔষধপ্রাপ্তি ও এ সম্পর্কিত গবেষণার ফলে সংক্রামক ব্যাধি হ্রাস পেয়েছে। তবে আমাদের দেশে বর্তমানে জনসংখ্যা ষোল কোটির অধিক ;যার অর্ধেকই স্বাস্থ্য সচেতন নয়। উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে এটি একটি বড় বাধা ও ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। বিভিন্ন বংশগত, বিপাকীয় ও সংক্রামক ব্যাধি জনস্বাস্থ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ও চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধি করে। তাই এক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক জোর দান প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও দারিদ্রের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের একটি লক্ষ্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। শিশুস্বাস্থ্য , স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়ন তথা সকল বয়সের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ।

বিএনআইসিএমআরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। সুস্থ জনগণ অধিক কর্মঠ ও জিডিপিতে অবদান রাখতে পারে। এই গবেষণাকেন্দ্র কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ঔষধ ও টীকা তৈরি ও রপ্তানীর মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে।

চিকিৎসা গবেষণায় অবদান রাখবে এই প্রতিষ্ঠান।এ দেশের জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা তাদের আগ্রহের বিষয়ে গবেষণার সুবিধা পাবে যা তাদের ও দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্যেও উপকারী।
এভাবে বিএনআইসিএমআর শুধু স্বাস্থ্য নয় বরং গবেষণা, শিক্ষা,কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে অবদান রাখে যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে আবশ্যক।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (ফাইভ ইয়ারস প্ল্যান, এফ ওআই পি) ও বিএনআইএমসিআরের লক্ষ্যের সমন্বয় সাধনঃ

সরকারের অন্যতম একটি খাত হল স্বাস্থ্য এবং এই ৭ম 'পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা' প্রতিটি দেশএ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিশীল।স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উক্ত পরিকল্পনার সাথে বিএনসিআইএমআর-এর সামঞ্জস্য ও গুরুত্ব নিম্নে আলোকপাত করা হলঃ

| ৭ম 'পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা' | বিএনসিআইএমআর-এর ভূমিকা |
|---|---|
| স্বাস্থ্যসেবার অপচর্চা হতে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা। | স্বাস্থ্যসেবায় দক্ষ জনশক্তির সৃষ্টিপূর্বক উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহযোগীতা করবে। |
| স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপক উন্নয়ন,মহামারী-সংক্রান্ত রূপান্তর চিহ্নিতকরণ এবং অসংক্রামক ব্যাধীর প্রাদুর্ভাব লাঘব করা। | রোগতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা এবং রোগপ্রতিরোধ কৌশল অনুসন্ধনে অঙ্গীকারবদ্ধ। |
| ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি,মানসিক ও শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কের স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর বিশেষ জোরারোপ করা। | উক্ত বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিশীল। |
| ৭ম 'পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা'য় উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। | নতুন নতুন গবেষণা ও তত্ত্বের মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ করবে। |

শিক্ষা ও গবেষণাঃ

যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেশের আত্মসামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চালক সেহেতু সপ্তম পরিকল্পনায় বিজ্ঞান শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করহয়েছে বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষায়। উক্ত লক্ষ্যে, বিএনআইসিএমআর সেলুলার এবং মলিকুলার গবেষণায় দক্ষতা এবং অধিক জ্ঞান আহরণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য বড় একটি সুযোগ তৈরি করবে। এভাবে দেশের সম্পদ হিসেবে অসংখ্য দক্ষ প্রশিক্ষিত গবেষক তৈরি হবে।

কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ:

ক্রমবর্ধমানদারিদ্র নিরসন সপ্তম এফ ওআই পি এরমূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র নিরসনের জন্যউৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী স্থাপনা বাংলাদেশের জন্য দারিদ্র্য হ্রাসকারী ও সর্বব্যাপী হবে। এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, সকল উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ দারিদ্র্য দ্রুতহ্রাস হয়। কারণ টেকসই প্রবৃদ্ধিরজন্য প্রয়োজন ৫১ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের হয়যা ব্যাপক হতে থাকেএবং দ্রুত দারিদ্র নিরসনের জন্য অবদান রাখে। বিএনআইসিএমআর বিপুল সংখ্যক জনশক্তিকে জায়গা করে দেবে কারণ বেশ কিছু খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ

থাকবে। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষিত দক্ষ গবেষক তৈরি করবে যারা দেশের বাইরেও অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

**25 মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়ন সংস্থার ভিশন, মিশন অর্জনে এই প্রকল্পের অবদান:**

প্রকল্পটি বাংলাদেশে কোষীয় এবং আণবিক গবেষণা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন অন্তর্দৃষ্টি যুক্ত করবে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই কোষীয় এবং আণবিক গবেষণা ইন্সটিটিউট এর উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্য ও রোগের আণবিক ভিত্তি বোঝার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা। এই ইনস্টিটিউট বায়োমেডিকেল, প্রি-ক্লিনিক্যাল ও ক্লিনিকাল গবেষণা কার্যক্রম সমন্বিত করবে।
এই ইনস্টিটিউট গবেষণা ও শিক্ষাকে নতুন প্রদর্শন করবে, সার্বজনীন প্রধান প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান করবে এবং আণবিক স্তরে বিজ্ঞানের সৃজনশীল প্রয়োগকে ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করবে।

এই গবেষণা কেন্দ্রের লক্ষ্য হলো দেশের সমগ্র জনসংখ্যার জন্য গবেষণা সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ় মাধ্যমে স্বাস্থ্য গবেষণা বিষয়ক  প্রচার করে কার্যকর এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ও গবেষণার সুবিধা তৈরি করা। এই পরিষদের প্রধান কার্যক্রম - স্বাস্থ্য বিষয়ক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গঠন ও উৎকর্ষ সাধন , স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে লোকবল প্রশিক্ষণ এবং উপযোগী সদ্ব্যবহার এর জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফলের বিস্তার ।

ভিশন:
জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা রূপায়নে পথপ্রদর্শক জ্ঞান সৃষ্টি এবং বিনিময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যথার্থ স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখে। অন্যত্র হতে উদ্ভাবিত জ্ঞানকে জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়নের উপযোগী করে প্রয়োগ করা এবং বৈশ্বিক জ্ঞানে রাষ্ট্রের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অবদান রাখা।

বিনিয়োগ হিসেবে স্বাস্থ্য গবেষণা :
স্বাস্থ্য গবেষণাকে স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক উন্নয়নে একটি প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। সুস্থ্য জনগণ এবং সুলভ মূল্যে সেবাদানের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য গবেষণায়  বিনিয়োগের গুরুত্ব পরিচিত এবং স্বীকৃত।

সমতা
জনগণের ঝুঁকিপূর্ণ অংশের সমস্যাবলী চিহ্নিত করার প্রতিশ্রুতি এবং গবেষণার ফলাফল তাদের জন্য সুলভ করার উদ্দেশ্যে।

নীতিতত্ত্ব:
স্বাস্থ্য গবেষণায় নৈতিক অনুশীলনের প্রতিশ্রুতি । সাম্প্রতিক মূলনীতি পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা এবং আইনি অনুমোদন প্রাপ্ত হবে।

আত্মবিশ্বাস:

অর্থায়ন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা , পরিকাঠামো ব্যবস্থাপনা এবং সার্বভৌম ব্যবস্থাপনায় প্রাধান্য নির্ধারণ এবং কৌশল পেশ করার আত্মবিশ্বাস ।

স্বত্ত্ব:

গবেষণার সকল ঝুঁকিগ্রহীতা বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ এবং গবেষণার ফলাফল লাভের অধিকার থাকবে ।

সংহতি:

বাংলাদেশি স্বাস্থ্য গবেষণার ঝুঁকিগ্রহীতা বিনিয়োগকারীর মধ্যে সংহতিভাব উন্নীত করা হবে।

গবেষণাচর্চার উন্নয়ন :

স্বাস্থ্যের সকল শাখার মধ্যে গবেষণাচর্চা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা প্রয়োজন যার ফলে গবেষণা ও গবেষকদের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবিত হবে এবং সকল পর্যায়ে গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

আন্তঃশ্রেণীবিভাগ :

স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নের মধ্যে আন্তঃশ্রেণীবিভাগীয় সহযোগিতা পরিচিতি পাবে এবং অধিকতর কার্যকর ও অর্থবহ হবে।

অংশীদারীত্ব:

দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃবিশ্বের অংশীদারিত্বে প্রয়োজনীয় গবেষণা প্রচেষ্টা হতে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভে অংশীদারিত্ব দৃঢ় এবং সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম অধিকার সুরক্ষিত রাখা হবে। স্বাস্থ্যসেবায় মানবসম্পদ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ এমন উপায়ে একীভূত করা উচিত যেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গবেষণা পরিপূরক ও সম্পূরক হয় কারণ শুধুমাত্র রোগবিস্তার সংক্রান্ত বিদ্যা এবং প্রয়োগগত গবেষণার উপর ভিত্তি করে আস্থা অর্জন সম্ভব নয়। গবেষণা অর্থনীতি ও চাহিদার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া প্রয়োজন যেন গবেষণার ফলাফলকে জাতীয় তহবিলের আয়ের পণ্যে পরিণত করা যায় ।

দায়িত্ব :

গবেষক,ব্যবস্থাপক , নীতিনির্ধারক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দায়িত্ব নিতে হবে। এই দায়িত্বের মানদন্ড শুধু অর্থ নয় বরং গবেষণার মান এবং গবেষণাকে কর্মে পরিণত করার উপর ও নির্ভর করে ।

**২৬। বেসরকারি / স্থানীয় সরকারের এনজিওর অংশগ্রহণ কি বিবেচনা করা হয়েছিল? তারা কিভাবে জড়িত হবে ?**

বিএমআরসি, যা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (এমওএইচ & এফডাব্লিউ) এর আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। নির্মাণ সমাপ্তির পর এই কেন্দ্র চালানোর জন্য বিএমআরসি নেতৃত্ব দেবে। এরপর বিএমআরসি প্রয়োজনীয় সম্পদ, লোকবল এবং বাজেট দিয়ে নিয়মিত কাজকর্ম পরিচালনা করবে।

**২৭। বিদেশী সাহায্যের জন্য প্রধান শর্তসমূহ:**

প্রযোজ্য নয়।

**২৮। এই প্রকল্প কি পুনর্বাসনের সঙ্গে জড়িত? যদি তাই হয়, দাম ও মাত্রার নির্দেশ করুন ।**

BMRC will complete this part

**29। ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমন ব্যবস্থা (প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম পরিচালনার সময়):**

**প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম পরিচালনার সময়** মানব-সৃষ্ট বিরূপ ঘটনায় কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে যদিও তা উপেক্ষণীয়। ন্যূনতম অসুবিধার সৃষ্টি উপেক্ষা করতে আমরা সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য প্রশমন ব্যবস্থা গুলো খুঁজে দেখেছি। সেগুলো নিচে দেয়া হল:

| সম্ভাব্য ঝুঁকি | যা হতে পারে | ঝুকির মাত্রা | প্রশমন ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|
| i. অনুমোদন প্রক্রিয়া | বিলম্ব | নিম্ন | ডিপিপি যথাযথভাবে প্রস্তুত করা আছে ও নামজারি কর্তৃপক্ষের কাছে সময়োচিত সাড়া দেয়া হবে । |
| ii. দক্ষ লোক নিয়োগ | বিলম্ব | মাঝারি | নির্দিষ্ট পদবীর লোকবল নিয়োগ হতে পারে। |
| iii. টেন্ডারিং প্রক্রিয়া | জটিলতা | উল্লেখযোগ্য | PPA-২০০৬ এবং PPR-২০০৮ টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করা হবে। |
| iv. জনশক্তি ব্যবস্থাপনা | অযথার্থ | মাঝারি | পক্ষপাতিত্ব ছাড়া দক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করা উচিত। |
| v. স্থাপত্য নকশা, কাঠামোগত নকশা | পরিবর্তন | উল্লেখযোগ্য | স্থাপত্য নকশা, কাঠামোগত নকশা নিয়ে বিশদ কাজের নকশা সময়মতো তৈরি করা হয়েছে। |
| vi. বরাদ্দ তহবিল ও রিলিজ তহবিল | অপর্যাপ্ত / বিলম্ব | মাঝারি | পর্যাপ্ত বরাদ্দ তহবিল নিশ্চিত করা ও মন্ত্রণালয় থেকে সময়মতো বরাদ্দ নিশ্চিত করা । |
| vii. প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য | অ-প্রাপ্যতা | নিম্ন | প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য সঠিকভাবে রাখা / নথিবদ্ধ করা । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| viii. নন-কমপ্লায়েন্স কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত | অনুপযুক্ত | নিম্ন | কর্তৃপক্ষের যেকোনো সিদ্ধান্ত এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা সময়মতো মেনে চলবে। |

**৩০। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**

প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য, একটি স্টিয়ারিং কমিটি ও একটি প্রোজেক্ট বাস্তবায়ন কমিটি প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পটি সরকারি বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী প্রয়োগ করা হবে এবং এই ধরনের জিও-এনজিও (GO-NGO) প্রোজেক্ট চালানোর জন্য একনেক (ECNEC) গাইডলাইন অনুসরণ করা হবে।

তবে, এই প্রকল্পের তিনটি স্তরে টেকসই গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা আছে:

(১) সেবা থেকে স্বতন্ত্র ভোগকারী;

(২) সেবা প্রদান তথ্য ও;

(৩) বৃহৎ পরিসরে জাতির।

**ভোগকারী পর্যায়ে টেকসই**

সকল রোগীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে ভোগকারী পর্যায়ে টেকসই নিশ্চিত করা হবে।

**প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে টেকসই**

আশা করা যায় এটি বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সহযোগী অবস্থান BMRC কে সমর্থন করবে।

**জাতীয় পর্যায়ে টেকসই**

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে জাতীয় পর্যায়ে সকল সুবিধার কথা বলা হয়েছে। প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় তৈরি করবে।

(খ) প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত এনজিও সাহায্য করার জন্য নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে। এ সেবা খাতের প্রকল্প ও ভবন, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ক্রয় ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রকল্পের প্রধান উপাদান। সুবিধাভোগী সংস্থার জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক এই প্রকল্প পরিচালনা করবে। স্থানীয় শাসন খুবই ভাল হবে আশা করা যাচ্ছে। শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে পিএসসি (PSC) এবং পিআইসি (PIC)। আশা করছে, প্রকল্পটির সময়মত এবং সফলভাবে সম্পন্ন হবে।

**স্বাক্ষর**

**স্পনসর মন্ত্রণালয় মোহর ও তারিখ**

**সুপারিশ সংস্থা প্রধানের মোহর এবং তারিখ**

## প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সেট-আপ

মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং BMRC যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) গঠন করবে এবং প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের নেতৃত্ব দেবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের চারজন তাকে সাহায্য করবে। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সক্রিয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি দ্বারা পরিদর্শিত হবেন। প্রকল্পটির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গুলো হচ্ছে

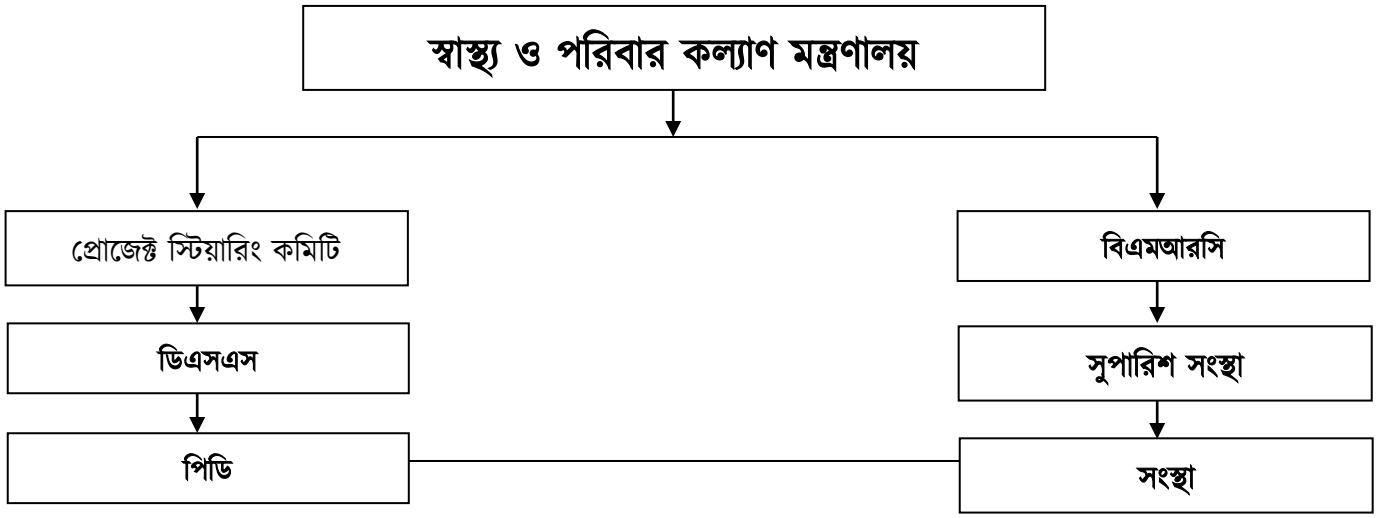

**দুটি প্রকল্প কমিটি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নিচে দেখানো হলো।**

**(ক) প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)।**

প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য একটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে। এভাবে কমিটি গঠন করা হবে:

| ক্রমিক # | প্রতিনিধির পদবী | পোর্টফোলিও (কমিটি) |
|---|---|---|
| ১ | | |
| ২ | | |
| ৩ | | |
| ৪ | | |
| ৫ | | |
| ৬ | | |
| ৭ | | |
| ৮ | | |
| ৯ | | |
| ১০ | | |
| ১১ | | |
| ১২ | | |

**কয়েকটি বিষয় নিয়ে প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি:**

(১) প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা প্রতিবছর এক সময় অনুষ্ঠিত হবে,

(২) প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি সভায় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে এবং সমাধানের সুপারিশ করবে।

(৩) এর জন্য প্রয়োজন হলে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য কো-অপ্ট করতে পারেন।

**(খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি)**

তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি গঠন করা হবে এভাবে:

| SL। # | প্রতিনিধির পদবী | পোর্টফোলিও (কমিটি) |
|---|---|---|
| ১ | | |
| ২ | | |
| ৩ | | |
| ৪ | | |
| ৫ | | |
| ৬ | | |
| ৭ | | |
| ৮ | | |
| ৯ | | |
| ১০ | | |
| ১১ | | |
| ১২ | | |
| ১৩ | | |
| ১৪ | | |

**কয়েকটা বিষয় নিয়ে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটি**

১) প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভা তিন মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে।

২) কমিটি এই প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।

৩) কমিটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে এবং সমাধানের পরামর্শ দেবেন।

সরকারী নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) গঠন করা হবে। পরিশিষ্ট-১ এ ইউনিটের বিস্তারিত দেখানো হয়েছে। PPR-২০০৮ অনুসরণ করে পিডাব্লিউবি/এলজিইডি/কনসাল্টিং ফার্ম কর্তৃক নাগরিক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। প্রতি সভায় পিএসসি'র পাশাপাশি পিআইসি'র সব সদস্যরা সম্মানী হিসেবে ২০০০ টাকা এবং সভাপতি ২৫০০ টাকা পাবেন।.